অটিজম

দ্রুত ব্যবস্থা নিন
দ্রুত সনাক্ত করুন

'অটিজম জীবনের সাহসী যাত্রা'

অটিজম কি ও এর কারণ

অটিজম শিশুদের বিকাশজনিত সমস্যা যেখানে সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের পরিবর্তনই প্রধান বিষয়। যার লক্ষণ সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। অটিজম থাকলে শিশু তার পরিবেশের সাথে যথাযথ ভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। যেমন ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না, নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, আচরণের সমস্যা দেখা দেয় এবং একই কাজ বা আচরণ বার বার করতে থাকে বা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে। অটিজমের সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বে প্রতি ১১০ জনে ১ জন শিশু এ সমস্যায় ভুগছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রায় ০.৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৮ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের বিভিন্ন রোগ সনাক্ত করণের পদ্ধতিতে অটিজমকে একটি ব্যাপক বিকাশজনিত সমস্যা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানত যে তিনটি ক্ষেত্রে অটিজম এর সমস্যা দেখা যায়

- পারিপার্শ্বিকের সাথে যোগাযোগ
- সামাজিক সম্পর্ক
- শিশুর আচরণ

অটিজমের প্রাথমিক ও সাধারণ পর্যায়ের লক্ষণসমূহ

অটিজম রয়েছে এমন শিশুর চিকিৎসার প্রথম ধাপ হচ্ছে দ্রুত তার অটিজমের সনাক্তকরণ। এজন্য তিন বছর বয়সের শিশুর মধ্যে যে লক্ষণগুলি দেখলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ

- শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
- এক বছর বয়সের মধ্যে "দা... দা" "বা.... বা" "বু.... বু" উচ্চারণ না করা
- দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা।
- শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়
- অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে
- সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা
- পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
- শব্দ, আলো ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো

এ লক্ষণগুলি সাধারণ তিন বছর বয়সের মধ্যে দেখা যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আরেকটু পরেও দেখা দিতে পারে। বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে উপরের কোন লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য কোনো শিশুর মধ্যে থাকলেই ধরে নেয়া যাবে না যে তার অটিজম আছে। তা নিশ্চিত হবার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অটিজম নির্ণয় ঃ

কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই তার অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, কিংবা অটিজম এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকই অটিজম নির্ণয় করবেন। তাই এ ধরণের চিকিৎসকের মতামত পাবার আগে কোনো শিশুর অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

অটিজমের চিকিৎসা ঃ

অটিজম শিশুর উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি পরিকল্পনা মাফিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। শিশুর অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী শিশুর সেবা নির্ধারণ করতে হবে। একজন শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ওষুধের পাশাপাশি শিশুটিকে চাহিদা অনুযায়ী স্পীচ - ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপী, সাইকো থেরাপী এবং আবেগ ও আচরণগত সমস্যার জন্য বিহেভিয়ার থেরাপী প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু এ ধরণের শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের সাথে লেখা পড়া করতে পারে না তাই তাদেরকে বিশেষায়িত স্কুলে পাঠাতে হবে। বিশেষায়িত স্কুলে পড়ে, ভাষাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা সমাজে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থান করে নেয়।

অটিজম সনাক্ত হলে অভিভাবকদের করণীয় ঃ

অটিজম সনাক্ত হলে অভিভাবকের ক্ষেত্রে করণীয় ঃ লক্ষণগুলো গোপন করবেন না, হতাশ হবেন না, অযথা বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকুন, সমস্যাটির ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন, পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, ধৈর্য ধরুন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করুন, শিশুকে সামাজিকতা শিক্ষা দিন, শিশুর সাথে খেলুন, শিশুকে খেলতে দিন, শিশুকে ভাষা শিখান, শিশুর জন্য শব্দ ভান্ডার ব্যবহার করুন, শিশুকে ব্যক্তিগত কাজ শেখান, শিশুর ইচ্ছা ও শখকে প্রাধান্য দিন, শিশুর মা-বাবা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিন, দিনলিপি সংরক্ষণ করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নিউরোডেভলপমেন্ট ডিস্‌অর্ডার কি?

নিউরোডেভলপমেন্ট ডিস্‌অর্ডার হচ্ছে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুবিক সংবেদনশীলতার বিকাশজনিত এবং বর্ধনজনিত প্রতিবন্ধকতা। এটি এমন একটি মস্তিষ্কের ব্যাধি যেটা আবেগ, কিছু শেখার ক্ষমতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্মরণশক্তি ও সামাজিক বিকাশকে ব্যাহত করে। যেমন-বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধকতা, অটিজম স্পেকট্রাম ডিস্‌অর্ডার, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার একটিভ ডিস্‌অর্ডার, সেরিব্রাল পালসি, সিজার ডিস্‌অর্ডার/খিঁচুনি।

লক্ষণ ঃ

- আচরণগত সমস্যা
- শারীরিক নানা সমস্যা
- ভাষা আদান-প্রদানে জটিলতা
- স্বাভাবিক বুদ্ধিগত সমস্যা

কারণসমূহ ঃ

- ডেলিভারীজনিত জটিলতার কারণে ব্রেণে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ না হলে
- বংশগতি : বংশগতি ত্রুটির কারণে শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়
- জন্মকালীন সমস্যা : দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রসব, জন্মকালীন সময় ট্রমা বা ফরসেপ ডেলিভারী
- জন্মের বেশ পূর্বে পানি ভেঙ্গে যাওয়া
- জন্ম পরবর্তী সমস্যা : রোগ ব্যাধি, মাথায় আঘাত ও সংক্রমণ, খিঁচুনি, দারিদ্র/অপুষ্টি
- পরিবেশগত কারণ : গর্ভকালীন মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের পুষ্টিহীনতা, সংক্রমণ ও ঔষধ গ্রহণ এক্সরে রেডিয়েশন, ধুমপানও মাদকাসক্তি, সন্তান জন্মের সময় মায়ের বয়স, মায়ের আবেগ ও কর্ম পরিবেশ

চিকিৎসা সমূহ ঃ

- শিশুর আছা ও চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান
- শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ওষুধ সেবন
- প্রয়োজন অনুযায়ী ফিজিওথেরাপী, স্পীচ থেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপী প্রদান
- বিশেষায়িত স্কুলে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ

সূত্র ঃ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

দ্রুত সনাক্তকরণ ও যথোপযোগী ব্যবস্থা নিলে এই শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

সহযোগিতায় ঃ Play Doctor Changing Brain Through Play

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়